অভিযাত্রা (RACE)প্রকল্প

সমাপনীপ্রতিবেদন

কার্যক্রম এলাকা:

ইউনিয়নঃ ঝাঐল, কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ

সহযোগিতায়:

গণসাক্ষরতা অভিযান ও পিকেএসএফ

বাস্তবায়নে :

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহিদনগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

কার্যক্রমেরসার-সংক্ষেপ

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় বিগত ০১ মে, ২০১৮ তারিখ থেকে শুরু করে ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অভিযাত্রা কর্মসুচী পাইলোটিং হিসেবে বাস্তবায়ন করেছে। এনডিপি অভিযাত্রা প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নে এবং পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ঝরেপড়া রোধকরণ, ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে কর্মকেন্দ্রিক আনন্দদায়ক শিখন পদ্ধতি প্রণয়ন করে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, এবং দায়িত্বেবোধ সর্বোপরি নৈতিকতা উন্নয়নে সহায়তা করা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিত করন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসুচীর মধ্যে ছিল ঝাঐল ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়ে জরিপ কার্যক্রম,মা-সমাবেশ, শিক্ষার্থী সমাবেশ, শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরকে কর্মকেন্দ্রিক আনন্দদায়ক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা, স্লিপ কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা, ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাদের দ্বারা কর্মপরিকল্পনা তৈরি পূর্বক বিভিন্ন কর্মশালা ও সভা অনষ্ঠিত হয়। পরিশেষে ছাত্র/ছাত্রীদের মানসিক ভাবে বেড়ে উঠার জন্য একটি শিক্ষা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মেলায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফএর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান।

প্রধানপ্রধানঅর্জনসমূহ

- বেইসলাইন জরিপের মাধ্যমে শিক্ষা অফিস, বিদ্যালয় ও এলাকার প্রকৃত চিত্র তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। তথ্যের এই অসামঞ্জস্যতা নিয়ে কাজ করতে পারলে ১০০% ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রতিটি কাজের সঙ্গে জড়িত রাখার ফলে প্রকল্প বিষয়ে তাঁদের ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে।
- আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠদান বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মাঝে পাঠদান বিষয়ে নতুন চিন্তা- চেতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকল্পের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে যা বিদ্যালয়ে কাজ করতে সহায়ক হবে।
- ইডিসি কমিটি গঠনের ফলে বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ১টি ইউনিয়নে ২০টি বিদ্যালয়ে ১০০০০টি গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে।
- ১ টি ইউনিয়নে ২টি বিদ্যালয়ে ৪ জন প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে (ঝাঐল, রিজিয়া মকছেদ প্রা.বি. ২ জন)
- ২০ টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর করা হয়েছে
- ২০ টি বিদ্যালয়ে মহানুভবতার কর্ণার করা হয়েছে;
- ২০ টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরী করা হয়েছে;
- ২০ টি বিদ্যালয়ে হারান প্রাপ্তি কর্ণার করা হয়েছে;
- ২০ টি বিদ্যালয়েই আসন বিন্যাসের মাধ্যমে পাঠ দান করা হচ্ছে;
- ২০ টি বিদ্যালয়ে হাতের কাজ দারা ক্লাস রুম সজ্জিত করা হয়েছে;
- এসএমসি বিদ্যালয়ে নিয়মিতফলোআপ করছে।
- শিক্ষকদের মাঝে বাড়ি পরিদর্শনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন আশেপাশের দোকানগুলোতে টিভি ও সাউন্ডবক্স উচ্চস্বরে বাজানো থেকে বিরত থাকছে।

শিক্ষনীয়বিষয়সমূহ

১) কমিউনিটিকে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা বেশী পাওয়া যায়।

২) কম বাজেটে কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক প্রশ্ন/বাধার সম্মূখিন হতে হয়।

৩)প্রজেক্টের কর্মকান্ড শুরু করার পূর্বে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও প্রকল্পের সুবিধা ভৌদের মধ্য হতে নেতৃ স্থানীয়দের নিয়ে অবহিত করন সভা করা হলে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহজ হয়।

৪) বছরের শেষ দিকে এসে স্বল্প মেয়াদে শিক্ষামুলক প্রকল্পের কাজ হাতে না নেওয়া উচিৎ। কারণ বছরের শেষ দিকে মিড টার্ম এবং ফাইনাল দুটি পরীক্ষা প্রায় কাছা কাছি থাকে এছাড়াও পিএসসি সমাপনি পরীক্ষা থাকে।

৫) বছরের শেষ অর্ধে প্রকল্প হাতে নিলে ভর্তির বিষয়ে তেমন কিছু করার থাকে না কারণ ভর্তির সময় থাকে বছরের প্রথম দিকে।

৬) প্রকল্পে আওতায় বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং মিটিং এ অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করা তা না হলে প্রকল্পের কাজে সকলে সমানভাবে সহযোগিতা করতে চায় না।

সুপারিশসমূহ

১. প্রকল্পর মেয়াদ, বাজেট ও ব্যবস্থাপনায় জনবল বৃদ্ধি এবং এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা এবং ভলান্টিয়ার সম্পৃক্ত করা।
২. সময়/বর্তমান দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রকল্পে বাজেট বরাদ্ধ রাখা।
৩. মিটিং, প্রশিক্ষণ ও ওরয়েন্টেশনে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য খাওয়ার পাশাপাশি যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা রাখা। যাতায়াত ভাতা না দিলে প্রথমবার মিটিং এ এসে দ্বিতীয়বার আর্ আসতে চায় না।
৪. এসএমসি ও পিটিএ কমিটির সদস্যদের দায়-দায়িত্বএবং কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা।
৫. ইউনিয়নভিত্তিক একটি বিদ্যালয়কে মডেল করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. শিক্ষা সফর থেকে ফিরে আসার পর ইডিসি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজনে বাজেট বরাদ্দ রাখা।
৭. বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

বিস্তারিতপ্রতিবেদন

১. ভূমিকা

সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পিকেএসএফ' ২০১০ সাল থেকে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় অনগ্রসর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষাসহায়তা প্রদান করে আসছে। এ সকল কেন্দ্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু, বিশেষত প্রাক–প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিশুদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার্থীদের শিখন মান উন্নয়ন এবং বিদ্যালয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণি সমাপনের পর অনুরূপ/প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হলে এই অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে আরও সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। এ লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান নির্বাচিত ২১টি ইউনিয়নে **Reaching All Children in Education(RACE)বা 'অভিযাত্রা'** শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো:

১. ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ঝরেপড়া রোধকরণ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির ন্যায় বৈকালিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন না করে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক একটি পদ্ধতি প্রণয়ন ও পাইলটিং করা;
২. আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে কর্মকেন্দ্রিক আনন্দময় শিখন পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে নির্বাচিত এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা, দায়িত্ববোধ সর্বোপরি নৈতিকতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৩. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত সকল (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত, উপকূলীয় অঞ্চল প্রভৃতি এলাকার) শিশুর বিদ্যালয় উপস্থিতি নিয়মিতকরণ ও ঝরেপড়া রোধে সহায়তা করা।

এই কার্যক্রমের ফলে নির্বাচিত এলাকার সকল বিদ্যালয়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন ঘটবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি বাড়বে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সভা এবং মা সমাবেশসমূহ নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় গঠিত সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নিয়মিত পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা উন্নয়ন ঘটবে।

শিশুর শিখন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) নির্ধারিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিরশ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তথা প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন এবং দক্ষতাসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষবহির্ভূত কার্যক্রমে দলীয় শিখন, সৃজনশীল লিখন, উপকরণভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার অনুশীলনসহ কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন পদ্ধতির ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে শিশুরা পড়তে শিখবে এবং শেখার জন্য পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে। এর মাধ্যমে তাদের মেধার বিকাশ ঘটবে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং নৈতিকতা ও জীবনদক্ষতার উন্নয়ন ঘটবে।

সর্বোপরি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কিত ধারণার উন্মেষ ঘটবে, যা পরবর্তীতে তাদেরকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করবে।

উপর্যুক্ত পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি ১ মে ২০১৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২. কার্যক্রমেরবিবরণ

ক্র.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	অর্জন(সংখ্যা)	পার্থক্য (সংখ্যা)	কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ এবং পার্থক্যের কারণ
১	শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন	১	১	-	শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয় এবং পাশের বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে, ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, মানবতাবোধ এবং নৈতিকতা বিষয়ে জাগ্রত করার জন্য। ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ে কাজ করবেন। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাসিক মা-সমাবেশ, মাসিক এসএমসি মিটিং, ত্রৈমাসিক পিটিএ সভা এবং নিয়মিত শিক্ষার্থী সমাবেশ করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।
২	বেইসলাইন	১	১	-	ইউনিয়নের শিক্ষার সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য বেইসলাইন করা হয়। যার মাধ্যমে ইউনিয়নের বিদ্যালয় বয়সি ভর্তির হার, ঝরে পড়ার হার এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি উপযোগি শিশু বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুর সংখ্যা জানার জন্য বেইসলাইন সার্ভের কাজ সম্পাদন করা হয়।
৩	কর্মকেন্দ্রিক আনন্দদায়ক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	১ টি	১ টি	-	প্রতিটি বিদ্যালয়ে আনন্দায়ক পরিবেশে এবং আনন্দদানের মাধ্যমে পাঠ দান করার জন্য শিক্ষক/ শিক্ষিকাদেরকে প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে।
৪	শিশুদের জীবন ঘনিষ্ট দক্ষতা (যেমন- ব্যক্তি গত ভাবে গাছ লাগানো, স্বাস্থ্য সম্মত	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি সৃজনশীল দক্ষতা যাচাই করার জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন পত্রের শাধ্যমে মেধা যাচাই করা হয়েছে।

	স্যানিটেশন সম্পর্কে ধারণা, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা, সততা ও নৈতিকতার উন্নয়ন ইত্যাদি) পরিমাপের টুলস তৈরি ও পরিমাপ				
৫	ব্যক্তিগতভাবে গাছ লাগানো	১০০০০	১০০০০	-	পরিবার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার জন্য দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং গাছের চারা রোপনে উদ্বুদ্ধ করা।
৬	স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সম্পর্কে ধারণা প্রদায়ী সভা	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সম্পর্কে সভা করা হয়েছে। যাতে সকলে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতন হয়।
৭	জাতীয় সংগীত শেখানো	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সমাবেশে সংগীত শিল্পী দ্বারা জাতীয় সংগীত শিখানো হয়েছে। যাতে সঠিক ভাবে জীয় সংগীত পরিবেশন করতে পারে।
৮	জাতীয়ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সমাবেশে মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে একজন মুক্তিযুদ্ধা দ্বারা আলোচনা করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তবতা অনুভব করতে পারে।
৯	নতুন সততা স্টোর স্থাপন	১৯ টি বিদ্যালয়	১৯ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা সৃষ্টি করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সততা ষ্টোর তৈরি করা হয়েছে।
১০	নতুন লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্ণার স্থাপন	১৯ টি বিদ্যালয়	১৯ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা সৃষ্টি করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে সততা ষ্টোর তৈরি করা হয়েছে।
১১	দেয়াল পত্রিকা	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি করা এবং তাদের মেধা দিয়ে বিভিন্ন ছড়া, কবিতা, গল্প ও ছবি অংকন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা এবং সর্বোপরি তাদের সৃজনশীল চর্চার যথাযথ বাস্তবায়ন করা।
১২	মহানুভবতার কর্ণার তৈরি	১৯ টি বিদ্যালয়	১৯ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থীদের মধ্যে দানশীল মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দুঃখী মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্যই মহানুভবতার কর্ণার তৈরি করা হয়েছে।
১৩	শিক্ষার্থী সমাবেশ	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থী সমাবেশ নিয়মিত করানোর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সমাবেশ করানো হয়েছে।
১৪	সীমানা প্রাচীর	১ টি বিদ্যালয়	১ টি বিদ্যালয়	-	বাশ দিয়ে ১ টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের পাশে ফ্রিজডালাই করা রাস্তা তাই শিক্ষার্থীরা যেন কোন রকম ভাবে দুর্ঘটনার সীকার না হয় তার জন্য সীমানা প্রচীর দেওয়া হয়েছে।
১৫	শ্রেণি কক্ষ সজ্জিত করণ	৬ টি বিদ্যালয়	৬ টি বিদ্যালয়	-	অর্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বা আনন্দ দানের মাধ্যমে পাঠ দান করার জন্য শ্রেণি কক্ষ সজ্জিত করন করা হয়েছে।
১৬	শিক্ষা মেলা	১ টি	১ টি	-	ইউনিয়নের ২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা, ছাত্র/ছাত্রী, অভিভাবক, এসএমসি, পিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ও সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে শিক্ষা মেলা করা হয়েছে। তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং পড়ালেখার প্রতি

					আগ্রহ বৃদ্ধি হয়েছে।
১৭	বিদ্যালয় ভিত্তিক‘মা সমাবেশ’	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	মা-সমাবেশের মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করা হয়েছে। যাতে প্রতি দিন তাদের ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে সহযোগিতা করেন।
১৮	‘স্লিপ’কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্লিপ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে কার্যকরী করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ করানো এবং তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করানো হয়েছে।
১৯	পরিদর্শন কার্যক্রম	১ টি	১ টি	-	দেশের শ্রেষ্ট বিদ্যালয় পরির্শনের মাধ্যমে নিজ এলাকার বিদ্যালয়কে পরিবর্তন করার জন্য পরিদর্শন করা হয়েছে।
২০	শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন সমূহ পরিমাপ	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	শিক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি সৃজনশীল দক্ষতা যাচাই করার জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন পত্রের শাধ্যমে মেধা যাচাই করা হয়েছে।
২১	*“প্রয়াস”*পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন	১টি	১ টি	-	প্রকল্পের সফলতা বা কার্যক্রম তুলে ধরা।
২২	ফলো-আপ কার্যক্রম	৩ টি	৩ টি	-	এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে কি না তা জানা বা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করা।
২৩	বিদ্যালয় পরিদর্শন	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটি, ইউনিয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ইডিসি কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয়ে সফলতা বা পরিবর্তন করা।
২৪	পরিস্কার পরিচ্ন্নতা অভিযান	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	বিদ্যালয়টি নিয়মিত পরিস্কার পরিচন্ন রাখার জন্য সাপ্তাহিক পরিস্কার পরিচন্ন অভিযান প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্লান রাখা হয়েছে।
২৫	ছাত্র/ছাত্রীদের বাড়ী পরিদর্শন	২০ টি বিদ্যালয়	২০ টি বিদ্যালয়	-	বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং পড়ালেখায় ভাল করার জন্য নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীর বাড়ী পরিদর্শন করার উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
২৬	স্লিপ কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা	৪ টি	৪ টি	-	প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্লিপ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে কার্যকরী করার জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ করানো এবং তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করানো হয়েছে।

৩. প্রধানপ্রধানঅর্জনসমূহ

১) ২০ টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত মা-সমাবেশ হচ্ছে।

২) ২০ টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত যথাযথ নিয়ম নীতি পালন করে শিক্ষার্থী সমাবেশ হচ্ছে।

৩) ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিতি বৃদ্ধি হয়েছে।

৪) ঝাঐল ইউনিয়নের প্রতিটি বিদ্যালয়ের এসএমসি, পিটিএ কমিটির মিটিং নিয়মিত হচ্ছে।

৫)প্রতিটি বিদ্যালয়েরশিক্ষক/ শিক্ষিকা গণ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে আনন্দ দানের মাধ্যমে পাঠদান করছে।

৬) ছাত্র/ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭) এসএমসি, পিটিএ এবং স্লিপ কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮) এসএমসি, পিটিএ,ইডিসি এবং কমিউনিটি শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত বিদ্যালয় এবং ছাত্র/ছাত্রীর বাড়ী ভিজিট করছে।

৯) বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা, এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ কমিটি এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের অভিভাবকদের নিকট জবাব দিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. প্রধানপ্রধানচ্যালেঞ্জসমূহ

১) প্রকল্পের বাজেট স্বল্পতা। তা প্রকল্পের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান/ প্রধান/ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে বিভিন্ন কৌশলে কাউন্সেলিং করে সমাধান করা হয়েছে।

২) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্পের যথাযথ স্টাফ স্বল্পতা। এই বিষয়ে প্রজেক্ট অফিসারসহ বাস্তবায়নকারী সংস্থার অন্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় তা সমাধান করা হয়েছে।

৩) প্রকল্পের কর্মসূচির তুলনায় বাস্তবায়নের সময় খুবই কম। এই বিষয়ে একটি কঠিন ভাবে (স্বল্প মেয়াদী) পরিকল্পনা তৈরি করে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সাথে আলোচনা পূর্বক কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

৪) শিক্ষার্থী সমাবেশের বাজেটকৃত টাকা নিদির্ষ্ঠ কোন খরচের করার জন্য কোন রকম গাইড লাইন ছিল না। তার জন্য মৌখিক ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ ক্রমে কাজ করায় বাস্তবায়নে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের সাথে বিশেষ ভাবে আলোচনা করে সমাধান করা হয়েছে।

৫. সুপারিশসমূহ

১. প্রকল্পর মেয়াদ, বাজেট ও ব্যবস্থাপনায় জনবল বৃদ্ধি এবং এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা এবং ভলান্টিয়ার সম্পৃক্ত করা।
২. সময়/বর্তমান দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রকল্পে বাজেট বরাদ্ধ রাখা।
৩. মিটিং, প্রশিক্ষণ ও ওরয়েন্টেশনে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সকলের জন্য খাওয়ার পাশাপাশি যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা রাখা। যাতায়াত ভাতা না দিলে প্রথমবার মিটিং এ এসে দ্বিতীয়বার আর্ আসতে চায় না।
৪. এসএমসি ও পিটিএ কমিটির সদস্যদের দায়-দায়িত্বএবং কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা।
৫. ইউনিয়নভিত্তিক একটি বিদ্যালয়কে মডেল করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. শিক্ষা সফর থেকে ফিরে আসার পর ইডিসি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজনে বাজেট বরাদ্দ রাখা।
৭. বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

উপসংহার:

পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় অভিযাত্রা কর্মসুচীটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হলেও সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রকল্পের সকল কাজ সম্মন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইডিসি কমিটির সদস্য ও শিক্ষক মন্ডলির কাছে যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতি যারা আর্থিক, কারিগরী সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। যদিও মাত্র ৬ মাসে খুববেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয় তথাপি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কিভাবে শিক্ষার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতিয়তাবোধ, ন্যায় নিতী পরায়নতা শিক্ষাদান এবং সকলের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা যায় সেটি তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। আশা করছি এ ধরণের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে সাথে জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হবে।

কার্যক্রম ভিত্তিক সচিত্র প্রতিবেদন:

<u>বেজলাইন সার্ভে:</u>

১.বেসলাইনের উদ্দেশ্য:

১. বিদ্যালয়ে গমনপোযোগি শিশু ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর স্ট্যাটাস জানা;
২. এলাকায় ঝরে পড়া, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিশুদের প্রাথমকি শিক্ষায় বর্তমান স্ট্যাটাস জানা;
৩. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান অবস্থা এবং পাঠদান পদ্ধতি ও বার্ষিক ফলাফল সম্পর্কে জানা;
৪. বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ যেমন- কাঠামোগদ, পরিবেশগত ও পয়-নিষ্কাশন সম্পর্কে জানা;
৫. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা পালন সম্পর্কে জানা;
৬. বেসলাইনের ফলাফল এর আলোকে প্রকল্প শেষে প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে ভিত্তি তৈরী করা;

এবং সার্বিকভাবে চিহ্নিত দুর্বল দিক বিবেচনা করে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সুপারিশমালা তৈরী করা ।

ঝাঐল ইউনিয়নের ২০টি প্রা.বিদ্যালয়, ওয়ার্ড ভিত্তিক ঝরে পড়া ও বিশেষ চাহিদ সম্মন্ন ও ক্ষদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিশুদের তথ্য ও উপজেলা প্রশসনের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তত করা হয়েছে।

ছবিতে বেজলাইন সর্ভের জন্য ভলান্টিয়ারদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে

<u>২.শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন:</u>

বিগত ৩০-০৫-২০১৮ ইং তারিখে এনডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগবাড়ী, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ এ ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন সভা করা হয় এবং ২১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আলতাফ হোসেন (ঠান্ডু), চেয়ারম্যান, ২নং ঝাঐল ইউনিয়ন,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ শাহ আজাদ ইকবাল পরিচালক, কর্মসূচি-এনডিপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, প্রকল্প উপস্থাপনা করেন কাজী মাসুদুজ্জামান পল সহকারী পরিচালক (এমএন্ডই)-এনডিপি এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও সঞ্চালনা করেন মোছাঃ নুরুন নাহার চৌধুরী লাকী, ম্যানেজার, প্রশিক্ষণ বিভাগ, এনডিপি। সভায় অংশগ্রহনকারীর সংখ্যাঃ ৮০ জন (পুরুষ ৫৫ জন এবং নারী ২৫ জন)।

বর্ণনাঃ/ আলোচ্য বিষয় সমূহঃ

১. অভিযাত্রা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচিতি।
২. প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য।
৩. মানসম্মত শিক্ষা কাঠামোসহ প্রল্পের আউটপুট সম্পর্কে।
৪. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় থেকে ৫ম শেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা।
৫. ঝরে পড়া রোধ।
৬. বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করণ।
৭. ছাত্র/ছাত্রীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলা এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
৮. স্বাস্থ্য সচেতনতা।
৯. পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি।
১০. বৈষম্য দূরীকরণ।
১১. দায়িত্বিবোধ এবং সর্বোপরি নৈতিকতা সৃষ্ঠি।
১২. ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন ও তার দায়িত্ব।
১৩. বিবিধ।

ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটি গঠন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার,

সভায় অংশগ্রহনকারীর ধরনঃ

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, শিক্ষক প্রতিনিধি, এসএমসির সদস্য, ছাত্র/ ছাত্রীর অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, জন প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, নারী প্রতিনিধি, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রবীণ গনণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় গণমাধ্যমের কর্মী, যুব প্রতিনিধি, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টির প্রতিনিধি, ঋণী সদস্যর প্রতিনিধি, কলেজ পড়ুয়া ছাত্র/ ছাত্রী, সমাজ সেবক এবং এনজিও প্রতিনিধি।

ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটিঃ

ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, কমারখন্দ, সিরাজগঞ্জে অংশগ্রহনকারীদের আলোচনা এবং মতামতে আলোকে ২১ সদস্য বিশিষ্ট্য কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির তালিকা নিম্নে সংযুক্তি দেওয়া হলো।

৩.বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন শিক্ষা প্রশিক্ষণ:

বিগত ২৭-২৮ জুন ২০১৮ ইং তারিখে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি আয়োজনে এবং গণস্বাক্ষরতা অভিযান ও পিকেএসএফ সহায়তায় এনডিপি প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঝাঐল ও চাকলা এই দুইটি ইউনিয়নের শিক্ষক ইডিসি কমিটি মিলে মোট ৩৭ জন কে নিয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা শিখন প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য: শিশুরা আনন্দপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু এবং কৌতুহলী। শিশুর এই মানসিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠদান সর্বজন স্বীকৃত একটি প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির প্রবর্তন না করা গেলে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। একারণেই বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের কর্মী এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক, এসএমসি-এর সদস্য ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সমস্যদের জন্য এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা শিক্ষার্ক্ষীদের আন্দদায়ক পরিবেশে পড়ালেখায় উৎসাহিত করবে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ; ওরিয়েন্টেশনের শুরুতে প্রশিক্ষনার্থীগণ ও এনডিপির উর্দ্ধোতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে কোরআন তেলওয়াত ও পরিচয় পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠিকতা শুরু হয়। এরপর এনডিপির পরিচালক ড. এবিএম সাজ্জাদ হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অভিযাত্রা প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও এনডিপির সহকারী পরিচালক কাজী মাসুদুজ্জামান এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর এনডিপির নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন খান অভিযাত্রা প্রকল্পের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে বলেন ও দুই দিনের ওরিয়েন্টেশনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। চা বিরতির পর নির্দিষ্ট মডিউল অনুসারে প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। প্রথম দিন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ জনাব সামীমা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি পর্যালোচনা ও দূর্বলতা চিহ্নিতকরন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ : সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এনডিপির পরিচালক মোঃ শাহ্ আজাদ ইকবাল ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন। প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের তৈরী দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করেন এনডিপির পরিচালক মোঃ শাহ্ আজাদ ইকবাল। তিনি শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কমিটি সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, "এই ধরনের সৃজনশীল প্রতিভার উন্মোচনে শিক্ষকদের ব্যাপক ভূমিকা নিতে হবে ও সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে হবে এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত বিদ্যালয় কমিটি সদস্য ও অভিভাবকদের ফলোআপ করতে হবে । উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন "শিশুর শিখন সামর্থ ও শিক্ষকের করনীয়" অধিবেশনটি পরিচালনা করেন। তিনি বলেন প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে বই কর্ণার রাখার জন্য পরামর্শ দেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বই পড়তে উৎসাহী হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সকলের মতামত শুনেন ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষণের সমাপনী ঘোষণা করেন।

ওরিয়েন্টেশনে পরিলক্ষিত সমস্যা/দূর্বলতা : অধিবেশন বিষয় অনুসারে প্রশিক্ষনের সময় কম হওয়ায় প্রশিক্ষককে সময় সম্পর্কে খুব সচেতন থাকতে হয়েছে। কোন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা বেশী থাকলেও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে শেষ করতে হয়েছে।

ওরিয়েন্টেশন উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা : প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে

- ওরিয়েন্টেশনের সময় সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা।
- কাছাকাছি কোন একটি রোল মডেল বিদ্যালয় ভিজিটের ব্যবস্থা রাখা।
- যাতায়াত ও সম্মানী ভাতা বাড়ানো।

প্রশিক্ষকের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা :

- ওরিয়েন্টেশনের সময় সীমা বাড়ানো প্রয়োজন
- প্রশিক্ষণে অধিবেনের বিষয় সংক্রান্ত কিছু ভিডিও ডকুমেন্টারীর রাখা
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পৃথক অধিবেশন সংযুক্ত করা।
- প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চয় মাস পর একবার রিফ্রেশার্সের আয়োজন করা উচিত।
- একই ক্লাসে শিক্ষক ও ইউইডিসি সদস্যদের এক সাথে প্রশিক্ষণ করিয়ে শুধূ মাত্র শিক্ষকদের যাতায়াত প্রদান করা কিছুটা অসমতা ও মনমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

দলীয় কাজে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশ গ্রহণ

প্রশিক্ষণার্থীদের দলীয় কাজ উপস্থাপন

দুই দিনের এই ওরিয়েন্টেশানে অংশগ্রহণকারীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অভিবেশনের প্রতিটি সেশনের দলীয় কাজ বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীগণ আন্দদায়ক শিক্ষা পদ্ধতির অংশ হিসাবে নিজের লেখা ও আঁকা দুটি দেয়াল পত্রিকা তৈরী করেন। ক্লাসের বিনোদন হিসাবে শিক্ষার্থীদের উপযোগী গান, কবিতা চর্চা করেন, যেন তারা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের শেখাতে পারেন। এনডিপির প্রশিক্ষণ ইউনিটের ম্যানেজার নুরুন নাহার চৌধুরী এই ওরিয়েন্টেশান পরিচালনা করেন। দুই দিনের এই ওরিয়েন্টেশান পরিচালনায় সার্বিক সহযোগীতা করেন অভিযাত্রা প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও এনডিপির সহকারী পরিচালক কাজী মাসুদুজ্জামান । অতি আনন্দ ও কর্মকেন্দ্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশানটি সমাপ্ত হয়।

দেয়ালিকা উদ্বোধন করেন এনডিপির পরিচালক

৪. স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা:

বিগত ০৮-০৮-২০১৮ ইং তারিখ মোঃ আলতাফ হোসেন (ঠান্ডু), চেয়ারম্যান, ঝাঐল ইউনিয়ন, সভাপতি, ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, ঝাঐল,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ এর সভাপতিত্তে উপজেলা শিক্ষা অফিস, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ এ স্থানীয় শিক্ষা কর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ শহিদুল ইসলাম, বিদ্যুৎসাহী সদস্য, ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, ঝাঐল,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

সমাপনী বক্তব্য দেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

বর্ণনা/ আলোচ্য বিষয় সমূহঃ

১. অভিযাত্রা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

২. বেইসলাইন প্রতিবেদন অবহিতকরন এবং বিস্তারিত আলোচনা।

৩. ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা।

৪. শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন নিশ্চিত করণ।

৫. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/ পিটিএ কমিটি/ স্লিপ কমিটি এবং সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা প্রসঙ্গে।

৬. শিক্ষার মান বৃদ্ধি

৭. ঝরে পড়া রোধ

৮. ছাত্র/ছাত্রী ছেলে মেয়েকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলার লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিতা জাগ্রত করা

৯. স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ে বিদ্যালয়ে আলোচনা নিশ্চিত করা।

১০. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ সকল শ্রেণির ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা সহ উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

১১. ছাত্র/ছাত্রীদেরকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করন/ বাড়ী ভিজিট নিশ্চিত করন।

১২. বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোষাক নিয়মিত ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে আসা নিশ্চিত করনে উদ্দ্যোগ গ্রহন করা।

১৩. বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক মা সমাবেশ এবং শিক্ষার্থী সমাবেশ নিশ্চিত করা।

১৪. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাথে কমিউনিটির জনগনের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর উদ্দ্যোগ গ্রহন করা।

১৫. বিদ্যালয়ের মাঠ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ ভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রসঙ্গে।

১৬. বিদ্যালয়ের মাঝে একটি বাগান তৈরিতে সহযোগিতা করা এবং বিশেষ ভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করা।

১৭. বিবিধ।

৫.স্লিপ কার্যক্রম পর্যালোচনা:

সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় গঠিত বিদ্যালয়ভিত্তিক *সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি* বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ এবং নিয়মিত পর্যালোচনার করে থাকেন। এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং এই সম্পর্কিত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ঝাঐল ইউনিয়নকে এই কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবে।

১টি ইউনিয়নে ২ ধাপে স্লিপ কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রথম ধাপে ইউনিয়নের সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যাক কমিটির সভাপতি/সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় গত বছরের স্লিপ কার্যক্রমের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন, কৌশল ও অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। যার ফলে বিদ্যালয় পর্যায়ে স্লিপ কার্যক্রমের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত হয়। সবল কার্যক্রমের সফলতার কৌশল এবং দুর্বল কার্যক্রমের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে নতুনভাবে সংশোধিত স্লিপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, যা প্রকল্পের সময়ের মধ্যে এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়িত হবে। এই কর্মশালায় সরকারের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) বরাদ্দের অর্থ যথাযথ ব্যবহারের নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (স্যাক)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সদস্যদের উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ভিত্তিক অন্যান্য কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।কর্মশালা ২০১৭-২০১৮ সালের বর্তমান সময় পর্যন্ত স্লিপ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সংশোধিত পরিকল্পনা অনুযায়ী স্লিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সময়কালে অক্টোবর মাসে আরেকটি পর্যালোচনামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় ইউনিয়নের সবগুলো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি'–র সভাপতি/প্রতিনিধি, এসএমসি–র প্রতিনিধি, পিটিএ-র প্রতিনিধি, স্লিপ–এর প্রতিনিধি ও 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি'-র প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মশালায় ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতিটি কর্মশালায় উপজেলা শিক্ষা প্রাথমিক কর্মকর্তা/সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর-কে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৬.বিদ্যালয় ভিত্তিক মা সমাবেশ:

বিদ্যালয় পর্যায়ে মায়েদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো গেলে মায়েরা তাদের সন্তানদের লেখা-পড়ার প্রকৃত চিত্র জানতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে মায়েদের সম্পৃক্ততা থাকলে সন্তানের পড়ালেখার অগ্রগতিতে সহায়ক হবে। অনগ্রসর শিক্ষার্থীর সমস্যাচিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে শিক্ষক-অভিভাবকের যৌথ মতবিনিময় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এলক্ষ্যে

এনডিপির ২টি কর্মএলাকায় ২টি ইউনিয়নে (ঝাঐল এবং চাকলা) বিদ্যালয়ভিত্তিক মা সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

কার্যক্রমের ফলাফল

- বিদ্যালয়ভিত্তিক মা সমাবেশ আয়োজনের ফলে মায়েরা তার সন্তান বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি হয় কিনা জানতে পেরেছেন;
- সন্তানের পড়ালেখার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন;
- তাদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সহায়তা করা দরকার তা জানতে পেরেছেন;
- বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুঃ যেমন- বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ে অবগত হয়েছেন;
- বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. শিক্ষার্থী সমাবেশ এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম (জাতীয় সঙ্গীত, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও নীতি- নৈতিকতা, জীবন দক্ষতা, বৃক্ষরোপন, স্যানিটেশন ইত্যাদি)

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার্থী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ্যাসেম্বীতে জাতীয় সঙ্গীত, শপথবাক্য পাঠ, শরীর চর্চা বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করা হবে। এছাড়াও শিশুরা যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এজন্য সমাবেশে জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রতিদিন একই সময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার্থী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ২০ বিদ্যালয়ে এবং পাবনা জেলার চাকলা ইউনিয়নের ৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থি সমাবেশ করা হয়।

কার্যক্রমের ফলাফল

এই কার্যক্রম আয়োজনের ফলে নিম্নে ফলাফল অর্জিত হয়েছে

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিকের গুনাবলী অর্জন হয়েছে;
- শিক্ষার্থীরা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশেষ দিবসগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে;
- এবং তাদের মাঝে জীবন দক্ষতা, বৃক্ষরোপন, পরিবেশ স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করেছে।

৮. ইউনিয়ন শিক্ষা মেলাঃ

এনডিপির কর্ম এলাকার ২টি ইউনিয়নে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্জনসমূহ তুলে ধরা এবং ইউনিয়নের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য়-৫ম শ্রেণির বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত বুৎপত্তি (Educational Profiency)তুলে ধরা হয়। প্রকল্পের আওতায় সুনাগরিক দেশপ্রেমিক, পরিবেশ প্রেমী, নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, প্রকল্পের মেয়াদ শেষে উপর্যুক্ত উদ্যোগসমূহের অর্জনসমূহ তুলে ধরার জন্য ২টি ইউনিয়নে ২টি শিক্ষা মেলা আয়োজন করা হয়েছে।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে এনডিপির অভিযাত্রা প্রকল্পের উদ্যোগে কামারখন্দ উপজেলার পাইকশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফএর চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জামান আহমদ। শিক্ষা মেলার শুরুতেই প্রধান অতিথি ফিতা কেটে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এর পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ছাত্র ছাত্রীদের শারীরিক কসরত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শারীরিক কসরত প্রদর্শনী শেষে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ মেলার ষ্টল পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. জসিম উদ্দীন, পিকেএসএফ এর সাধারন পর্ষদ সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শফি আহমেদ, কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা মো. জাহাঙ্গীর আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট মো.আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক জাহেদা আহমদ, এনডিপির নির্বাহী পরিচালক মো.আলাউদ্দিন খান, মাজেদা খানম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝাঐল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো.আব্দুল আউয়াল, এসএমসি কমিটির সভাপতি মো. গোলজার হোসেন, ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষা মেলায় মোট ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি বিদ্যালয় ১টি করে শিক্ষা ষ্টলের আয়োজন করে। এনডিপির চেয়ারপারসন আলেয়া আখতার বানু এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনডিপির নির্বাহী পরিচালক মো. আলাউদ্দিন খান। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাইফুল ইসলাম। অভিযাত্রা কর্মসূচির অর্জন উপস্থাপন করেন পাইকোশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক সালমা খাতুন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখে শাহবাজপুর ময়নাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেনির ছাত্রী আতিয়া সুলতানা এবং বড়ধুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র আহমেদ আলী নেওয়াজ। প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম। এছাড়া প্রধান অতিথির বক্তব্যের আগে বিশেষ অতিথিবৃন্দ এরকম একটি শিক্ষা মেলা আয়োজন করায় এনডিপি, পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন- ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে বিদ্যালয়ে আসার প্রতি আগ্রহী করা যায় ও ঝড়েপড়ার হার কমানো যায় সে বিষয়ে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষক, অভিভাবক, কমিউনিটি সবাই মিলে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীর মনের চাহিদা বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী করনীয় ঠিক করতে হবে। শুধু ধরাবাধা কিছু পড়ালে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে শ্রেষ্ঠ ৩টি ষ্টলকে পুরস্কৃত করা হয় এবং অন্যান্য ষ্টলগুলোকে সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়। এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রথম পর্বের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পর্বে সকল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় দৌড়, মোরগ লড়াই, বিস্কুট দৌড়, দড়ি লাফ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

সংযুক্তি:০১- ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটিঃ

ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, কমারখন্দ, সিরাজগঞ্জের কমিটির তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

ক্রঃনং	সদস্য/সদস্যার নাম	পেশা ও পদবী	ঠিকানা/ওয়ার্ড	মোবাইল নং
০১	মোঃ আলতাফ হোসেন ঠান্ডু	সভাপতি (চেয়ারম্যান)	চরবড়ধুল-৩	০১৭১০-৮৫৫৯৮৫
০২	মোঃ আমিনুল ইসলাম খান	(সহ-সভাপতি (বিশিষ্ট্য ঠিকাদার)	বাগবাড়ী-৭	০১৭১১-২০৮২৬০
০৩	শিপন চন্দ্র নাগ	সদস্য সচিব	এনডিপি	০১৭১৩-৩৮৩১৪৭
০৪	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	শিক্ষক প্রতিনিধি	চালা-৪	০১৭৯৩-০৪৬৭৬৭
০৫	মোঃ রবিউল আলম	শিক্ষক প্রতিনিধি	বাগবাড়ী-৭	০১৭২৬-২৩৪৪৮০
০৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম	সদস্য (এসএমসি)	জয়েন বড়ধুল-২	০১৭১১-৪৮৫৭২৫
০৭	মোছাঃ জেসমিন খাতুন	সদস্য (এসএমসি)	চকশাহবাজপুর-৪	
০৮	মোঃ রেজাউল করিম	সদস্য (অভিভাবক)	কোনাবাড়ী-১	০১৬৮২-২৮৩২২৫
০৯	মোছাঃ শাপলা খাতুন	সদস্য (অভিভাবক)	ভারাংগা-৫	০১৮৬৭-০৬২৬৬২
১০	মোঃ জহুরুল ইসলাম(তারা)	সদস্য(ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটি)	চালা-৪	০১৭৬৮-৬৩০৬২৯
১১	মোছাঃ মাহমুদা খাতুন	ইউপি সদস্য	বাগবাড়ী-৭.৮,৯	০১৭৩৮-৯২৪২৫১

ক্রঃনং	সদস্য/সদস্যার নাম	পেশা ও পদবী	ঠিকানা/ওয়ার্ড	মোবাইল নং
১২	মোছা উম্মে নূর পিয়ারা	ইউপি সদস্য	বড়ধুল-১,২,৩	০১৭৩৬-৮২৩৫৬৪
১৩	ফনিন্দ্র নাথ শর্মা	সদস্য (ধর্মীয় নেতা)	পাইকশা-৯	০১৭১১-৩০২৮৪৪
১৪	মোঃ গোলজার হোসেন	সদস্য(প্রবিনগন্যমান্য)	পাইকশা-৯	০১৭৭৯-৬৪১০৭০
১৫	আমিনুল ইসলাম	সদস্য(প্রবিন গণ্যমান্য)	ঝাঐল-৬	০১৯৩৭-২৫৮৫৭৪
১৬	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য(ঋণী সদস্যর প্রতিনিধি)	চরবড়ধুল-৩	০১৮৩৩-৭৯৪৬৭৮
১৭	মোঃ শহিদুল ইসলাম	সদস্য(যুব প্রতিনিধি)	বাগবাড়ী-৬	০১৭১২-৩১২৯৯৪
১৮	মোছাঃ বিথী খাতুন	সদস্য(যুব প্রতিনিধি)	চরবড়ধুল -৩	০১৭৬০-৩৫৩২২৩
১৯	মোঃ আব্দুস ছাত্তার	সদস্য(পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টির প্রতিনিধি)	শালদাইর.৮	
২০	মোঃ শহীদুল ইসলাম	সদস্য(বিদ্যুৎসাহী)	জয়েনবড়ধুল-২	০১৭১৭-০৫৩৯১০
২১	মোঃ ওমর আলী	সদস্য(শিক্ষক প্রতিনিধি)	পাইকশা -৯	০১৭১৯-৪১৭০৮১

ক্রঃ নং	কাজের নাম/ বিষয়	কখন কাজটি করবে	কে সম্পাদন করবে	মন্তব্য
০১	বিদ্যালয় ভিত্তিক জরিপ	ঈদের পর	ভলান্টিয়ার নিয়োগের মাধ্যমে	
০২	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ওয়ার্ড হতে ছাত্র/ ছাত্রী তথ্য সংগ্রহ	জুন/১৮ ইং	ভলান্টিয়ার দ্বারা	
০৩	প্রতিটি বিদ্যালয়ে মা-সমাবেশ	চলমান	প্রধান শিক্ষক/ সহকারী শিক্ষক	
০৪	নিয়মিত এ্যাসেমলি করা	চলমান	প্রধান শিক্ষক/ সহকারী শিক্ষক	
০৫	ছাত্র/ছাত্রী শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি ও শিক্ষক	
০৬	নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীর বাড়ী ভিজিট করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	
০৭	বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোষাক ব্যবহার নিশ্চিত করা	চলমান	শিক্ষক ও অভিভাবক	
০৮	বিদ্যালয় বহিরভুত ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়মূখী করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	
০৯	এসএমসি ও পিটিএ মিটিং নিয়মিত করা	চলমান	এসএমসি ও শিক্ষক	
১০	বিদ্যালয় পরিদর্শন নিশ্চিত করা	চলমান	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা/ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা	
১১	স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	
১২	শিক্ষা মেলার আয়োজন করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	
১৩	বিদ্যালয়ে সকল পরীক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শতভাগ অংশগ্রহন নিশ্চিত করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	
১৪	বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দিবস পালন করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	
১৫	ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা	চলমান	ইডিসি, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষক	

সংযুক্তি:০২-   ঝাঐল ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণিত ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা:

সংযুক্তি:০৩বিদ্যালয়ের তালিকা ও ফোকালপার্সন:

ক্রঃনং	বিদ্যালয়ের নাম	ফোকাল পার্সনের নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
০১	কোনাবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ সাইফুল ইসলাম	০১৭১৬-৪৩৪৭০৯	
০২	পাইকোশা সরঃ প্রাঃ বিদালয়	ওমর আলী	০১৭১৯-৪১৭০৮১	
০৩	ঝাঐল সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ আমিনুল ইসলাম	০১৭২৪-৮০২৯৮	
০৪	চাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ আঃ মমিন	০১৭১৬-০৯৩৯২৫	
০৫	মামুদাকোলা সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ আ ঃ মান্নান	০১৭১২-৯৮৮১২৬	
০৬	চালা সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	০১১৯৫-১৫২৯৫৭	
০৭	শাহবাজপুর ময়নাকান্দি সরঃ প্রাঃ বিঃ	মোছাঃ রোজিনা খাতুন	০১৭২৩-১৭২১৭২	
০৮	এমভি ভাড়াঙ্গা সরঃ প্রাঃ বিদালয়	নিলুফার বানু	০১৭৯৫-৬২৮২২৪	
০৯	স্বল্পমাহমুদপু সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ রবিউল আলম	০১৭২৬২৩৪৪৮০	
১০	রিজিয়া মকছেদ সরঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭১৮ ০৪৭২৮০	
১১	বাগবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদালয়	দিরুবা বেগম	০১৫৫২ ৪৮৭৩৮৯	
১২	তেঘরী সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ শহিদুল আলম	০১৭২৫-৬৩৮০৯১	
১৩	শালদাইড় সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোছাঃ শাসছুন্নাহার	০১৭৪১৪৫৩৩৯৩	
১৪	কোনাবাড়ী পশ্চিম সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোছাঃ কানিজ জহুরা	০১৭৬৩১৬৫৩৫৪	
১৫	চরবড়ধুল সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোছাঃ শাহীনা আক্তার	০১৭৩৫-২৮০১২৪	
১৬	খামার বড়ধুল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ মেহেরুননেছা	০১৭২২-৬৪৬৭৬৩	
১৭	জয়েন বড়ধুল সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭২১-২৭৩৫৩৩	
১৮	বালুকোল সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোঃ রবিউল হাসান	০১৮১৮৮৭৫৪৯৯	
১৯	কাশিয়াহাটা সরঃ প্রাঃ বিদালয়	মোছাঃ হাসিনা খাতুন		
২০	চক শাহবাজপুর সরঃ প্রাঃ বিদালয়	আমিনা বেগম	০১৭১২৯৮৫৬০৭	

সংযুক্তি:

১. শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি-র সদস্য দের তালিকা।
২. শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা।
৩. বিদ্যালয়েরতালিকা ও ফোকালপার্সন।
৪. কর্মকেন্দ্রিক আনন্দদায়ক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন-এ অংশগ্রহণকারীর তালিকা
৫. শিশুদের জীবন ঘনিষ্ট দক্ষতা (যেমন- ব্যক্তিগত ভাবে গাছ লাগানো, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সম্পর্কে ধারণা, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা, সততা ও নৈতিকতার উন্নয়ন ইত্যাদি)-ও প্রতিবেদন ও কেইস তৈরি
৬. শিক্ষা মেলার প্রতিবেদন
৭. বিদ্যালয় ভিত্তিক‘মা সমাবেশ’-এর সার-সংক্ষেপ
৮. ‘স্লিপ’কার্যক্রমের প্রতিবেদন
৯. পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন
১০. চলমান কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন- স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের কপি/মিডিয়া রিপোর্ট
১১. ফলো-আপ কার্যক্রমের প্রতিবেদন

১২. রিভিউ-রিফ্লেকশন সভার প্রতিবেদন

১৩. বিদ্যালয় ভিত্তিক পরিকল্পনার বিবরণ (স্বপ্নের বিদ্যালয়), চেকলিস্ট ও ছবি(সম্প্রতি প্রদত্ত গাইড লাইন অনুযায়ী)

১৪. সরকারি কর্মকর্তাদের তালিকা যারা প্রকল্প পরিদর্শন বা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন

১৫. আর্থিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ